সংবাদ

তারিখ 20·SEP·2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

২০১৮ শিক্ষাবর্ষে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক

৩২ প্রতিষ্ঠানকে বই ছাপার কাজ দিয়ে বিপাকে এনসিটিবি

নেই নিজস্ব ছাপাখানা ও বাঁধাইখানা

সারাদেশে বই মুদ্রণ বন্ধ রেখেছে মুদ্রণ শিল্প সমিতি

রাকিব উদ্দিন

সরকারের কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপার কাজ নিয়ে ফেঁসে যাচ্ছে ৩২টি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠান নিজেদের ছাপাখানা ও বাঁধাইখানা না থাকা সত্ত্বেও মাধ্যমিক স্তরের বই ছাপার কাজ ভাগিয়ে নিয়েছে বলে তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানকে ফের প্রায় ১০০ কোটি টাকা মূল্যের 'সুখপাঠকরণ' বইয়ের কাজ দিতে মরিয়া এনটিসিবির একটি চক্র। এর প্রতিবাদে বই ছাপার পুরো কার্যক্রম স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে 'মুদ্রণ শিল্প সমিতি'। এর ফলে ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে নবম শ্রেণীর ১২টি বইয়ের 'সুখপাঠ্যকরণ' প্রায় আড়াই কোটি কপি বই মুদ্রণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। নতুন বছরের তিন মাসের কিছু বেশি সময় বাকি থাকলেও ওইসব বই মুদ্রণের কার্যাদেশ দিতে পারেনি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)।

এছাড়া ১০২টি লটে 'সুখপাঠ্যকরণ' বই মুদ্রণের দরপত্র আহ্বান করা হলেও বইয়ের মান যাচাইয়ের জন্য এখন পর্যন্ত 'মনিটরিং এজেন্ট' নিয়োগ দেয়া হয়নি। এই অবস্থায় দরপত্রের শিডিউল অমান্য করে মাধ্যমিক ও দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের কাজ পাওয়া মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে 'সুখপাঠ্যকরণ' বই মুদ্রণের কাজও দেয়ার তৎপরতা চলছে। তবে মুদ্রণ শিল্প সমিতির নেতারা বলছেন, ভুইপুড় প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেয়া হলে ২০১৮ শিক্ষাবর্ষের বই মুদ্রণে অরাজকতা সৃষ্টি হতে পারে, যার দায়দায়িত্ব এনসিটিবিকেই নিতে হবে।

এ ব্যাপারে এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ন চন্দ্র সাহা সংবাদকে বলেন, 'সুখপাঠ্য' বই ছাপার কাজ কারা পাচ্ছেন, সেটা এখনও নিশ্চিত হয়নি। এখন দরপত্র যাচাই-বাছাই ২০১৮ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

২০১৮ : শিক্ষাবর্ষে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছে। তবে আমি এটা বলতে পারি, কোন অযোগ্য ও ভুয়া প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেয়া হবে না।'

মুদ্রণ শিল্প সমিতি কাজ বন্ধ রেখেছে কেন- জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'তারা কাজ বন্ধ রাখতে পারেন না। চুক্তি অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য।'

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি তোফায়েল খান সংবাদকে বলেন, 'এনসিটিবি নিজেদের চুক্তি মানতে বাধ্য, কিন্তু নিজেদের শর্ত ও আইন-কানুন মানে না। তারা চায় না সময়মতো বই ছাপা হোক। এজন্য শর্ত ভঙ্গ করে অস্থিত্বহীন প্রতিষ্ঠানকে কাজ দিতে মরিয়া এনসিটিবি। এর প্রতিবাদে আমরা বই ছাপার পুরো কাজ বন্ধ করে দিয়েছি।'

এদিকে গতকাল এনসিটিবির বিভিন্ন পরিদর্শন টিম বিভিন্ন ছাপাখানায় গিয়ে দেখেন, পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের কাজ বন্ধ রয়েছে। এরপর সংস্থাটির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মুদ্রণ শিল্প সমিতির নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন।

এ বছর নবম শ্রেণীর ১২টি পাঠ্যবই 'সুখপাঠ্যকরণ' নাম দিয়ে সংশোধন করে নতুনরূপে ছাপা হচ্ছে। তবে যেসব বইয়ের কনটেন্টে সাম্প্রদায়িকীকরণের অভিযোগ উঠেছিল, সেগুলোতে কোন পরিবর্তন আসেনি। ১২টি বই হলো- বাংলা, ইংরেজি, পদার্থ, রসায়ন, জীববিদ্যা, উচ্চতর গণিত, বিজ্ঞান, বাংলাদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা, অর্থনীতি, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এবং হিসাববিজ্ঞান বই। এসব বইয়ের টেন্ডার প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি।

'২০১৮ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন, এবতেদায়ি, দাখিল, এসএসসি ও দাখিল ভোকেশনাল এবং কারিগরি (ট্রেড বই) স্তরের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ (কাগজসহ), বাঁধাই ও সরবরাহের চুক্তিপত্র' এ বলা হয়েছে, 'দরদাতার অবশ্যই নিজস্ব মুদ্রণ ও বাঁধাইখানা থাকিতে হইবে। দাখিলকৃত দরপত্রে ছাপাখানা ও বাঁধাইখানার যে ঠিকানা উল্লেখ করা হইয়াছে সেই ঠিকানাতেই ছাপা ও বাঁধাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা না হইলে পিজি নগদায়ন করাসহ প্রয়োজনে ভবিষ্যতের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করা হইবে।'

এনসিটিবি নিযুক্ত মনিটরিং এজেন্ট 'ব্যাল্টিক বিডি লিমিটেড'র এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক ও দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাজ পাওয়া ৩২টি প্রতিষ্ঠানের ১৩টিরই কোন নিজস্ব ছাপাখানা নেই, কারো বাঁধাইখানা নেই, আবার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পুরো কাজই করছেন ভাড়া করা প্রতিষ্ঠানে। বাকি ১৯টি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্থাপনা থাকা সত্ত্বেও তাদের কেউ বই মুদ্রণ করছেন অন্যের প্রতিষ্ঠানে, কেউবা বাঁধাই করছেন অন্যের প্রতিষ্ঠানে। আবার কিছু প্রতিষ্ঠান পুরো কাজই করছেন অন্যের প্রতিষ্ঠানে। এর ফলে ৩২টি প্রতিষ্ঠানের বইয়ের ছাপা ও বাঁধায়ের মান নিয়ে সন্দিহান এনসিটিবি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

১৩ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ছাপাখানা ও বাঁধাইখানা নেই

ঢাকার পল্টনের কমলা প্রিন্টিং প্রেসের নিজস্ব ছাপাখানা ও বাঁধাইখানায় বইয়ের কাজ হয়নি, সূত্রাপুরের নিউ ফাইভ স্টারের নিজস্ব বাঁধাইখানায় কাজ হয়নি, একই এলাকার ফাইভ স্টারের নিজস্ব প্রিন্টিং প্রেসেও বইয়ের কাজ হয়নি, বাংলাবাজারের আল-বারাকা প্রেস নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে বই মুদ্রণ করছে না, বাংলাবাজারের তকদির প্রিন্টিং প্রেসের নিজস্ব বাঁধাইখানায় কাজ হচ্ছে না, সূত্রাপুরের অয়ন প্রিন্টিং প্রেস নিজস্ব প্রেস ও বাঁধাইখানায় বই মুদ্রণ করছে না, লক্ষীবাজারের রিফাত প্রিন্টিং প্রেস নিজস্ব বাঁধাইখানায় বই বাঁধাই করছে না, জিন্দাবাহারের আলমগীর প্রিন্টিং প্রেস নিজস্ব বাঁধাইখানায় বই বাঁধাই করছে না, কবিরাজলেনের শামীম প্রিন্টিং প্রেস নিজস্ব বাঁধাইখানায় বই বাঁধাই করছে না, সূত্রাপুরের রাইয়ান প্রিন্টার্স নিজস্ব প্রেসে মুদ্রণ ও বাধাই করছে না, গেন্ডারিয়ার ক্যাপিটাল প্রিন্টার্স নিজস্ব স্থাপনায় বাঁধাই করছে না, জিন্দাবাহারের উষা প্রিন্টার্স নিজস্ব স্থাপনায় বই বাঁধাই করছে না।

নিজস্ব স্থাপনা থাকা সত্ত্বেও অন্যের প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে ১৯ প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব ছাপাখানা ও বাঁধাইখানা থাকা সত্ত্বেও অন্যের প্রতিষ্ঠানে বই মুদ্রণ ও বাঁধাই করছে ১৯টি প্রতিষ্ঠান। এর ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের ছাপানো বই ও বাঁধাইয়ের মান নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন খোদ এনসিটিবি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। তারা বলছেন, এনসিটিবি'কে মিথ্যা তথ্য দিয়ে ৩২টি প্রতিষ্ঠান বই ছাপার কাজ ভাগিয়ে নিয়েছে, যাদের বেশিরভাগই নিষিদ্ধ নোট-গাইড বইয়ের বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত।

১৯টি প্রতিষ্ঠান হলো- সূত্রাপুরের ৪/১ ওয়ালটার রোডের মানামা প্রিন্টার্স, মাতুয়াইলের এসএস প্রিন্টার্স ও মহানগর প্রিন্টিং প্রেস, সূত্রাপুরের রেজা প্রিন্টিং প্রেস, মাতুয়াইলের বৃষ্টি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন ও মেসার্স কোহিনুর আর্ট প্রেস, বাংলাবাজারের হাসান প্রিন্টিং প্রেস, সূত্রাপুরের বোরাক প্রিন্টিং প্রেস ও একতা প্রিন্টিং প্রেস, বাংলাবাজারের নুরুল ইসলাম প্রিন্টিং প্রেস, সূত্রাপুরের হেরা প্রিন্টার্স ও ইসলাম প্রিন্টিং প্রেস, একই এলাকার দিগন্ত অফসেট প্রেস ও মডেল প্রিন্টিং ওয়াকর্স, আগামাসী লেনের আবুল প্রেস, সূত্রাপুরের টাঙ্গাইল অফসেট প্রেস, গেন্ডারিয়ার ফেইথ প্রিন্টিং প্রেস, সূত্রাপুরের রাবিবল প্রিন্টিং প্রেস এবং মাতুয়াইলের মহানগর অফসেট প্রেস।

নিজস্ব প্রেস ও বাঁধাইখানা না থাকা সত্ত্বেও ৩২টি প্রতিষ্ঠান কীভাবে বই ছাপার কাজ পেয়েছে- জানতে চাইলে এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান বলেন, 'বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি। আমাদের আইন অনুযায়ী তারা আর্থিক জরিমানার পাশাপাশি কালো তালিকাভুক্ত হতে পারেন।'

জালিয়াতি করে কাজ পাওয়া এসব প্রতিষ্ঠানকে আরও বই ছাপার কাজ দেয়া হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে অধ্যাপক নারায়ন চন্দ্র সাহা বলেন, 'জালিয়াতি করে তারা আর কোন কাজ পাবে না।'

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের সর্বশেষ অবস্থা

এনসিটিবি জানায়, ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে মোট ৩৫ কোটি ৪২ লাখ ৮৫ হাজার ৯৪৯ কপি পাঠ্যবই ছাপা হচ্ছে। এর মধ্যে মাধ্যমিক স্তরের বই ২৪ কোটি ৩৬ লাখ ৮৪ হাজার ৪২৮ কপি। বাকি ১১ কোটি ছয় লাখ এক হাজার ৫২১ কপি বই প্রাথমিক স্তরের।

মোট ৫টি টেন্ডারে (দরপত্র) ভাগ করে বই ছাপা হচ্ছে। মাধ্যমিক স্তরের বাকি বইসহ দাখিল ও এবতেদায়ি স্তরের বই নিয়ে আলাদা টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। এসব বইয়ের মুদ্রণ ও সরবরাহ কাজ চলছিল। কিন্তু গত সোমবার থেকে বই ছাপা, বাঁধাই ও সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছে। কিছুদিন আগে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ কাজ শুরু হলেও সরবরাহ শুরু হয়নি। প্রি-প্রাইমারি বইয়ের টেন্ডার এখনও শেষ হয়নি। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বইয়ের টেন্ডার এখনও আহ্বান করা হয়নি। এর মধ্যে কাগজসহ একটি টেন্ডারে ৩৩০ লটে এবং কাগজ ছাড়া ২২০ লটে দুই টেন্ডারে এবতেদায়ি, দাখিল, সহপাঠ, ব্যাকরণ ও মাধ্যমিকের একাংশ বই ছাপা হচ্ছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........................
তারিখ........................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর